দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 6 MAR 2003
পৃষ্ঠা ... ৬

বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও কোচিং সেন্টার

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ

বাংলাদেশ ক্রমশ বিচিত্র এক দেশে পরিণত হতে চলেছে। একদিকে দেশের মধ্যে সামাজিক অসন্তোষ ও নৈরাজ্য বৃদ্ধি, অন্যদিকে বহির্বিশ্বের কোন কোন দেশের সঙ্গে বিচিত্র সম্পর্ক অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত অশান্তি সৃষ্টি করেছে। রাজনৈতিক অশান্তির সঙ্গে সাম্প্রতিককালে সর্বোচ্চ প্রশাসনিক ক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনার জন্য শিক্ষাঙ্গনে ও সাধারণ মানুষের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। যে ঘটনাটি আলোড়ন সৃষ্টি করেছে তা হলো পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনা।

এর আগে পাবলিক সার্ভিস কমিশনে প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে দলীয়করণের প্রশ্নে সমগ্র দেশে জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। অনেক পরীক্ষার্থী অভিযোগ উত্থাপন করেন যে, নির্দলীয়ভাবে প্রার্থী নির্বাচনের পরিবর্তে দলীয়করণের মানসিকতা প্রাধান্য পাওয়ায় অনেক উপযুক্ত অন্যদলীয় বা নির্দলীয় প্রার্থী নির্বাচিত হতে পারেননি। এ ঘটনা ঘটে আড়াই বছর আগে। এরপর নতুন সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর এ বছর প্রথমবারের মত প্রার্থী নির্বাচনমূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। পরীক্ষার পর বিভিন্ন দৈনিক পত্রে প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনা প্রকাশিত হওয়ার পর অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টির পর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ ও প্রতিবাদে অংশগ্রহণ করে।

এ দেশে প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার ঘটনা নতুন নয়, তবে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ক্ষেত্রে এই শ্রেণীর ঘটনার উদ্ভব হয়নি। সাধারণভাবে বিএ, অনার্স ও মাস্টার্স পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস একটি সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ঘটনা প্রকট হয়ে পড়ায় কর্তৃপক্ষ এ ক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণে অগ্রসর হন। স্বাধীনতার পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা বন্ধ ও প্রকৃত তথ্য সংগ্রহের জন্য পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অনেক সময় নিজে ও তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে গোপনে হোটেলে অবস্থান করে অনেক তথ্য সংগ্রহ করে পরবর্তীকালে যে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তার ফলেই প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া বন্ধ হয়ে যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজে পরীক্ষা গ্রহণের সময়ও কোন কোন ক্ষেত্রে প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা ঘটে, তবে পূর্ণ প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা প্রায় বিরল বলা চলে। পরবর্তীকালে প্রশ্ন ফাঁস প্রতিরোধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সরকারি প্রেসে প্রশ্ন মুদ্রণের পরিবর্তে পরীক্ষা কমিটির সদস্য শিক্ষকদের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র মুদ্রণের ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটে।

পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস কোন মতেই আকাঙ্ক্ষিত নয়। তার কারণ এর ফলে সর্বোচ্চ শক্তিধর একটি প্রতিষ্ঠানের সুনাম ক্ষুণ্ণের সঙ্গে সাধারণ মানুষের বিশ্বাসের ওপর আঘাত আসবে। বর্তমানে প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার ঘটনা পরীক্ষার্থীদের ওপর নিশ্চিত প্রভাব ফেলতে বাধ্য। কারণ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় যেসব পরীক্ষার্থীর হাতে প্রশ্ন এসেছে তাঁদের পক্ষে ভাল ফলাফল করা অত্যন্ত স্বাভাবিক। অথচ তাঁদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত মেধাবী যাঁরা তাঁরা প্রশ্নপত্র না পেয়ে মেধা প্রয়োগে পরীক্ষায় অমেধাবীদের তুলনায় কম নম্বর পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। এ ক্ষেত্রে পরীক্ষায় প্রকৃত মেধা যাচাইয়ের দিকটি বিচারণার বাইরে থেকে যায়। সঙ্গতি-অসঙ্গতির প্রশ্নটি বিবেচনার মধ্যে প্রাধান্য বিস্তার করায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি করে বলেই তাঁরা প্রতিবাদের পথ বেছে নিয়েছেন।

পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রশ্নপত্র ফাঁস হলো কেন এ দিকটি গভীরভাবে বিচার-বিবেচনার প্রয়োজন নিজেদের সুনামের প্রশ্নটি জড়িত বলে। প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার একাধিক কারণ থাকতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত না-ও থাকতে পারেন, সে ক্ষেত্রে প্রশ্নপত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে ও পরোক্ষভাবে জড়িত তাঁদের প্রসঙ্গ গভীরভাবে বিচারের প্রয়োজন। কারণ প্রশ্ন যে কারণে ফাঁস হয়েছে সেই তথ্য আবিষ্কৃত হলে ভবিষ্যতে তা প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।

পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রশ্নপত্র অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে করা হয় এবং প্রশ্ন প্রণয়নকারীদের প্রশ্ন সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে পরিবর্তন করা হয় বলে প্রশ্ন প্রণয়নকারীদের পক্ষে প্রশ্ন ফাঁসের দিকটি উত্থাপিত হয় না। তা ছাড়া, এই প্রক্রিয়াটি এত গোপনীয় ও যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রশ্নপত্র বাছাই করা হয় সে ক্ষেত্রে প্রশ্নপত্র ফাঁসের সম্ভাবনা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সরকারী প্রেসে মুদ্রণের পর তা সংরক্ষিত স্থানে রাখা হয়। অর্থাৎ প্রশ্নপত্র ছাপার পর কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তা কোনভাবেই প্রকাশিত হওয়ার কথা নয়। প্রেসে প্রশ্নপত্র মুদ্রণের আগে বা পরে প্রশ্ন-ফাঁস হওয়ার সম্ভাবনা যে আদৌ নেই, তা নয়। কারণ প্রশ্নপত্র মুদ্রণের দায়িত্বভার যাঁদের ওপর অর্পিত তাঁদের ইচ্ছার মাধ্যমে প্রশ্নপত্র ফাঁসের দিকটি সম্পূর্ণ উড়িয়ে না দিলেও এখানে মুদ্রণের সময় যে সতর্কতা অবলম্বন করা হয় তার দেয়াল অতিক্রম করে প্রশ্নপত্র ফাঁস বেশ কঠিন ও শ্রমসাধ্য ব্যাপার। তা ছাড়া, পরীক্ষার আগে প্রশ্নপত্র যেভাবে সংরক্ষিত থাকে সেখানেও কোন প্রশ্নপত্র বাইরে না যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

প্রশ্ন করা, মুদ্রণ ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সতর্ক ব্যবস্থা গ্রহণের পরও প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে। এখানে যে প্রশ্নটি বিবেচ্য তা হলো : এত সতর্কতার পরও প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে কিভাবে; এ ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের উচিত হবে প্রশ্ন মুদ্রণ ও বিতরণের আগে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ধাপ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিচার করা। এ ক্ষেত্রে সংবাদপত্রে দুটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম দিকটি হলো একটি কোচিং সেন্টারের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র অনেকের হাতে পৌঁছায়। দ্বিতীয় যে দিকটি প্রকাশিত হয়েছে তা হলো বিশেষ কয়েকজন ছাত্র প্রথমে প্রশ্নপত্র পায় এবং তারা সেগুলো বিক্রি করার পর ঘটনাটি প্রকাশ্য রূপ নেয়। এ দুটি দিকের তদন্তের প্রয়োজন। প্রথমত, একটি কোচিং সেন্টারের পক্ষে কিভাবে পরীক্ষার প্রশ্ন হস্তগত করা সম্ভব। এ দিকটি তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা প্রকাশের সম্ভাবনা বেশি বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। ঢাকাসহ দেশের প্রধান প্রধান কয়েকটি বড় শহরে কোচিং সেন্টার ভাল ব্যবসা করে তাদের কার্যক্রম, শিক্ষার পদ্ধতি, শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণের পরিমাণের মধ্যে কোন বিধিনিষেধ বা নিয়ন্ত্রণ নেই বলে তারা স্বাধীনভাবে নিজেদের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। তাদের শিক্ষাদান কতখানি প্রয়োজনীয় এ দিক নিয়ে কোন আলোচনা লক্ষ্য করা যায় না। এই শ্রেণীর একটি কোচিং সেন্টারের পক্ষ থেকে প্রশ্ন বিক্রি করাও নৈতিক নীতি লঙ্ঘন হিসাবে বিবেচিত না হয়ে পারে না। সরকারের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে পূর্ণ তদন্তের পর প্রকৃত ঘটনা দেশবাসীকে জানানো প্রয়োজন।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে-প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় যে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে তা প্রকৃত কিনা এবং কতখানি প্রকৃত, সে দিকটিও তদন্তের প্রয়োজন। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষার প্রশ্ন কিভাবে কয়েকজন ছাত্রের হাতে আসা সম্ভব এই দিকটি রহস্যাবৃত রাখার কোন প্রয়োজন নেই। তাদের ক্ষেত্রে তদন্তের পরও প্রশ্ন আসার মাধ্যমটি আবিষ্কৃত হবে। সংবাদপত্রের এই ঘটনা কতখানি প্রকৃত তাও জনসাধারণকে জানানোর প্রয়োজন রয়েছে।

প্রশ্নপত্র ফাঁস যেভাবেই হোক না কেন সেই তথ্য উদ্‌ঘাটিত না হলে একটি বড় সত্যকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হবে। প্রথম পর্যায়ে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়নি কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এই মতবাদ প্রচারিত হলেও তার অগ্রহণযোগ্যতার কারণে সাধারণ্যে তা গৃহীত হয়নি। এ ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ যে দিকটি অবলম্বন করতে পারতেন তা হলো, প্রশ্নপত্র ফাঁসের ব্যাপারে যে ঘটনাগুলো প্রকাশিত হয়েছে তা গ্রহণ করে তাৎক্ষণিকভাবে তদন্ত করে মূল কারণ উদ্‌ঘাটন করা। তাহলে তাঁদের মতের গ্রহণযোগ্যতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেত। মূল প্রশ্নপত্রের সঙ্গে প্রকাশিত প্রশ্নপত্র মিলিয়ে নিলেই প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে কিনা সে বিষয়ে সহজেই বোঝা যেত।

অনেক ক্ষেত্রে প্রশ্নের সঙ্গে যাঁরা সংশ্লিষ্ট তাঁদের অগোচরেও অদৃশ্য দ্বিতীয় শক্তির মাধ্যমে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটা অস্বাভাবিক নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ঘটনা এখানে বর্ণনা করলেই এই দিকটি স্পষ্ট হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিভিন্ন কলেজে অনার্স পরীক্ষা গ্রহণের সময় একবার একটি প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটে। যে শিক্ষক প্রশ্নপত্র মুদ্রণের দায়িত্বে ছিলেন তিনি এ ব্যাপারে বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়েন। অনেক পর্যবেক্ষণের পর দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গোপনীয় কক্ষে প্রশ্নের প্যাকেট পরীক্ষা করার পর দেখতে পান তিনি প্রশ্নের অতিরিক্ত প্যাকেটে নিজের হাতে পনেরোটি অতিরিক্ত প্রশ্ন সংখ্যা লিখলেও সেটা কেটে সেখানে দশ সংখ্যা ব্যবহার করা হয়েছে। এ ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের অফিসের কোন কর্মচারী গোপনে প্যাকেট থেকে পাঁচটি প্রশ্নপত্র সরিয়ে সেখানে পনেরোর জায়গায় দশ লিখে রাখেন। এ ঘটনায় শিক্ষকের অসংশ্লিষ্টতার দিক প্রমাণিত হলেও প্রকৃত দোষী ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি।

পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার প্রকৃত তদন্ত হওয়া প্রয়োজন এ জন্য যে, এমন একটি গর্হিত ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের বিচার কোন মতেই উপেক্ষার বিষয় হতে পারে না। যেখানে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে মেধা বিচার করা হয়, সেখানে প্রকৃত মেধাবীদের বিচারের ক্ষেত্রে শুদ্ধ মানদণ্ডই মাধ্যম হওয়া প্রয়োজনীয় বলে বিবেচ্য। এ ক্ষেত্রে পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা বাতিল করে প্রকৃত মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। পরীক্ষা বাতিলের পর প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনাটির প্রকৃত তদন্তের মাধ্যমে একটি সত্য প্রতিষ্ঠিত করাই হবে তাঁদের দ্বিতীয় পদক্ষেপ। কারণ প্রশ্নপত্র ফাঁসের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার প্রকৃত কারণ উদ্‌ঘাটিত হোক- এটাই দেশবাসীর কামনা।